গৌরশক্তি শ্রীগদাধর।

পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত শ্রীগৌরসুন্দরাভিন্ন গৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পাদপদ্মরেণুধারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৭৫ সালের ৮ই মাঘ বুধবার ইং ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৯ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও প্রফুল্ল কুমার দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, ১২৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত।

আনুকূল্য—[illegible]০.[illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌরশক্তি শ্রীগদাধর

পঞ্চতত্ত্বান্তর্গত ভক্তশক্তিতত্ত্ব—

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু।

মঙ্গলাচরণ

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপারমাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ স্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত সন্মণীন্॥

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীগদাধরাষ্টকম্

সভক্তিযোগ-লাসিনং সদা ব্রজে বিহারিণং
হরি-প্রিয়া-গণাগ্রগং শচীসুত-প্রিয়েশ্বরম্।
সরাধ-কৃষ্ণ-সেবন-প্রকাশকং মহাশয়ং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥১॥

নবোজ্জ্বলাদি-ভাবনা-বিধান-ধর্ম্ম-পারগং
বিচিত্রগৌরভক্তিসিন্ধু-রঙ্গভঙ্গ-লাসিনম্।
সুরাগ-মার্গ-দর্শকং ব্রজাদি-বাস-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥২॥

শচীসুতাঙ্ঘ্রি-সার-ভক্তবৃন্দ-বন্দ্য গৌরকং
গৌরভাব-চিত্তপদ্ম-মধ্য-কৃষ্ণ-সুবল্লভম্।
মুকুন্দ-গৌররূপিণং স্বভাব-ধর্ম্ম-দায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥৩॥

নিকুঞ্জ-সেবনাদিক-প্রকাশনৈক-কারণং
সদাসখীরতি-প্রদং মহারস-স্বরূপকম্।
সদাশ্রিতাঙ্ঘ্রি-পুণ্ডরীকদং সদা গুরুং বরং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥৪॥

মহাপ্রভোর্মহারসপ্রকাশনাঙ্কুরং প্রিয়ং
সদা মহারসাঙ্কুর-প্রকাশনাদি-বাসনাম্।
মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদি-ভাব-মোদ-কারকং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥৫॥

দ্বিজেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদযুগ্ম-ভক্তিবর্দ্ধকং
নিজেষু রাধিকাত্মতা-বপুঃ প্রকাশনাগ্রহ ।

অশেষ ভক্তিশাস্ত্র-শিক্ষয়োজ্জ্বলামৃত প্রদং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥৬॥
মুদ্রানির্জাপ্রয়াদিক-স্বপাদপদ্ম-সীধুভি-
র্মহারসার্ণবামৃত-প্রদেষ্ট-গৌর-ভক্তিদম্।
সদাষ্ট-সাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্ট-ভক্তিদায়কং
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥৭॥
যদীয়-রীতিরাগ-রঙ্গভঙ্গ-দিগ্ধ-মানসো
নরেঽপি যাতি তূর্ণমেব নার্য্যভাব-ভাজনম্।
তমুজ্জ্বলাক্ত-চিত্তমেতু চিত্ত-মত্তষট্পদো
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুম্ ॥৮॥
মহারসামৃতপ্রদং সদা গদাধরাষ্টকং
পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনাগণোৎসবম্।
শচীতনুজ-পাদপদ্ম-ভক্তিরত্ন-যোগ্যতাং
লভেত রাধিকা-গদাধরাঙ্ঘ্রি পদ্ম-সেবয়াম ॥৯॥
ইতি শ্রীলস্বরূপগোস্বামী-বিরচিতং
শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতাষ্টকং সমাপ্তং।

ধ্যান

কারুণ্যৈকমরন্দ-পদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্র-দ্যুতিং।
তাম্বুলার্পণ-ভঙ্গি-দক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সুন্দরম্ ॥
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং।
ধ্যায়েচ্ছ্রীল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলম্ ॥

প্রণাম

গান্ধর্ব্বিকা-স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-প্রেমসম্পদে।
গদাধরায় মে নিত্যং নমোঽস্তু হি কৃপালবে ॥

প্রেমবিবর্ত্তে শ্রীগৌর-গদাধর তত্ত্ব ঃ— একদিন প্রভু মোর খেলিতে খেলিতে। চলিল অলকাতীরে নিবিড় বনেতে॥ আমি আর গদাধর আছিলাম সঙ্গে। বকুলের গাছে শুক পক্ষী ধরে রঙ্গে॥ শুকে ধরি বলে "তুই ব্যাসের নন্দন। রাধাকৃষ্ণ বলি কর আনন্দ বর্দ্ধন॥ শুক তাহা নাহি বলে, বলে "গৌরহরি।" প্রভু তারে দূরে ফেলে কোপ ছল করি॥ তবু শুক "গৌর গৌর" বলিয়া নাচয়। শুকের কীর্ত্তনে হয় প্রেমের উদয়॥ প্রভু বলে "ওরে শুক এ যে বৃন্দাবন। রাধা-কৃষ্ণ বল হেথা শুনুক সর্ব্বজন॥" শুক বলে "বৃন্দাবন নবদ্বীপ হইল। রাধাকৃষ্ণ গৌরহরি-রূপে দেখা দিল॥ আমি শুক এই বনে গৌর-নাম গাই। তুমি মোর কৃষ্ণ, রাধা এই যে গদাই॥ গদাই—গৌরাঙ্গ মোর প্রাণের ঈশ্বর। আর কিছু মুখে না আইসে অতঃপর॥ "প্রভু বলে আমি রাধাকৃষ্ণ-উপাসক। অন্য নাম শুনিলে আমার হয় শোক"॥ এই বলি গদাইয়ের হাতটি ধরিয়া। মায়াপুরে ফিরে আইল শুকেরে ছাড়িয়া॥

—: 0 :—

তত্ত্ব

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে শ্রীমন্মহাপ্রভুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুদ্বয় তদধীন 'ঈশ্বর তত্ত্ব'। পরমেশ্বর ও ঈশ্বর-প্রকাশদ্বয়, সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও—ইহারা অপর সকলতত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ-ভক্ততত্ত্ব,—এই উভয়েই 'আরাধক'-তত্ত্ব; 'আরাধ্য' সেবকরূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক' তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত। অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের তন্মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তিতত্ত্ব মধুর-রসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। তটস্থ হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্জন্য মধুর-রসে নিত্যা-শ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-রসাশ্রিত হন।

'শুদ্ধভক্ত' ও 'অন্তরঙ্গ-ভক্তের' বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীরূপপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃত' গ্রন্থে সাধক-জীবের ক্রমোৎকর্ষ এরূপ লিখিয়াছেন—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তি পরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ?"

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি, তিনটী—শক্তিমান্।

শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্ত-ইহারাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না; তাঁহারা শুদ্ধভক্ত; কেবল-মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিকভক্তগণই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। মধুর-রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত।

শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুতে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্রময়। এই বিচিত্রতা;—নিরসভাবের ব্যতিক্রমে সারস্যের উদ্দেশ্যে লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" —এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর বিবিধশক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'— বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণ সমূহ রসময় বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুতে পরস্পর ভেদযোগ্য নাই। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য'— উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন-লীলালার অভাব ঘটে।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শক্তিতত্ত্বের আকর বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীনীলাচল-লীলা, উভয়ত্রই কথিত। শ্রীনবদ্বীপ-নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল, পরে নীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া সমুদ্রোপকূলে টোটায় বা উপবনাভ্যন্তরে বাস

করেন। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের মধুররস-ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ-ভক্ত নামে কথিত হন। যাঁহারা মধুর-রসে ভগবদ্ভজনে উৎসাহ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। শ্রীনরহরি প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন; তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে শ্রীগদাধরের প্রিয়সেব্য জ্ঞানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নিত্যানন্দের জীবন' এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাকে 'গদাধরের জীবন' বলিয়া থাকেন।

গৌঃ গঃ (১৪৭—১৫৩)— "শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা॥ সাদ্য গৌরপ্রেম-লক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ। রাধানুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রবিশ-দেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা॥" মতান্তরে সৌভাগ্যমঞ্জরী!

ইহার অর্থ :—পূর্ব্বে যিনি প্রেমরূপা শ্রীরাধা বৃন্দাবনের ঈশ্বরী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিত॥ যিনি শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক ব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দরের প্রিয়তমা লক্ষ্মী ছিলেন, তিনি এক্ষণে গৌরচন্দ্রের প্রেমলক্ষ্মী শ্রীগদাধর পণ্ডিত॥ ললিতা যখন শ্রীরাধার অনুগতা ছিলেন, তখন তিনি অনুরাধা

নামে বিখ্যাতা ছিলেন, অতএব শ্রীললিতা গদাধর পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বিষয় চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তৃতীয় অঙ্কে ৫১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। "আহা! এই ভূসুরবর শ্রীগদাধর শ্রীরাধার প্রিয়সখী ললিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অথবা এই ভগবান্ই নিজ শক্তি দ্বারা স্বয়ং রাধিকা ও ললিতা এই ত্রিবিধ রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন॥" কেহ কেহ বলেন, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতা স্বপ্রকাশ বিভেদহেতু এই মতই সমীচীন। অথবা ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রিরূপ হইয়াছেন, অতএব শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধিকার রূপ॥"

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃত কড়চায়—অবনি সুরবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ স খলু ভবতি রাধা শ্রীগৌরাবতার। নরহরিসরকারস্যাপি দামোদরস্য প্রভু-নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে।" অর্থ-ব্রাহ্মণবর যতিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নামে খ্যাত গদাধর গোস্বামী শ্রীগৌরলীলায় রাধা—সন্দেহ নাই। ইহা নরহরিসরকার, মহাপ্রভুর প্রিয়-গণের এবং আমার (স্বরূপ দামোদরের) সার অভিমত।

শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে বর্ণিত আছে:— "গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ। প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদ সন্নিকর্ষেঽভিতিষ্ঠতি॥ "অর্থাৎ—সদব্রাহ্মণকুলসম্ভব, মহাপণ্ডিত ও প্রেমভক্ত শ্রীমদ্গদাধর প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন।"

তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নূচে শুভাঙ্করং। দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকং॥ ইত্যুক্ত্বা গাত্রমাল্যানি দদৌ তস্য করে হরিঃ। ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সর্ব্বে সমুপাগতাঃ॥ যস্মৈ যস্মৈ চ যদ্দত্তং তত্তত্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান। ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা সুরনদীজলে॥ পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুজ্য চ। পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্মুদিতাশয়াঃ॥ গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনং। কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা॥ শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখং। স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শৃণ্বংস্তস্যামৃতং বচঃ॥

অর্থ ঃ— একদা শ্রীমদ্ গদাধর প্রভুর সহিত রাত্রিযাপন-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু "এই মাল্যগুলি প্রভাতে বৈষ্ণবদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে" এই পরম-মঙ্গলনিদান বাক্য বলিয়া শ্রীমদ্ গদাধর প্রভুর হস্তে স্বীয় গাত্র-মাল্য অর্পণ করিলেন। অতঃপর সুন্দর প্রভাত-সময়ে বৈষ্ণবগণ তথায় আগমন করিলে শ্রীমদ্-গদাধর প্রভু প্রত্যেককেই তত্তৎ ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রসাদী-মালিকা প্রদান করিলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া ইষ্ট-পূজনান্তর নৈবেদ্যাদি নিবেদন-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ গদাধর-প্রভু প্রত্যহ চন্দনানুলেপনানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে (যথা-যথরূপে) আনন্দের সহিত মাল্যাদি প্রদান করেন। শয়ন-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মান্তিকে শয্যা রচনাপূর্ব্বক সশ্রদ্ধভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতোপম বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইতেন।

তথা চ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে ঃ— "স তু গদাধরপণ্ডিতঃ সত্তমঃ সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ। অনুদিনং ভজতে নিজ-জীবিতপ্রিয়তমং তমতিস্পৃহয়া যুতঃ॥ নিশি তদীয় সমীপগতঃ স্থিরঃ শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ। বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং তদুপভুক্তমনেন নিরন্তরং"॥

অর্থ ঃ— ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌গদাধর প্রভু সর্ব্বদা শ্রীমন্মহা-প্রভুর সমীপে বর্ত্তমান থাকিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তিনি রাত্রিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ঔৎসুক্যের সহিত শয়ন করিতেন এবং তৎসহ ক্রীড়া-কৌতুক ও ভোজনাদি করিতেন॥

শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাসঅঙ্গনের উত্তরে শ্রীল অদ্বৈতভবনের পূর্ব্বে অতি-সন্নিকটে শ্রীমাধবমিশ্র নামে পরম-শুদ্ধসত্ত্বময়তনু এক সদ্‌ব্রাহ্মণের ও রত্নাবতীর বাৎসল্য স্বীকার করিয়া শ্রীল-গদাধরপণ্ডিতগোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরলীলার সহায়করূপে আবির্ভূত হয়েন। তিনি শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-অনুরাগবিশিষ্ট ও পরম বিরক্ত ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বিদ্যাবিলাস-লীলায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু তাঁহার সেই বিদ্যাবিলাস-লীলার রসাস্বাদনে সহচর-রূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় তৎপর ছিলেন। শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদ যখন শ্রীমায়াপুরে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

প্রভু বালক হইলেও তাঁহার প্রেমময় ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন। পুরীপাদ অতিশয় স্নেহ করিয়া নিজ কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত'-গ্রন্থ পড়াইতেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যারসের আস্বাদন তৎপর হইয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করিবার সময় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত সহ সাক্ষাৎ হওয়ায় হাঁসিয়া তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"গদাধর তুমি ন্যায় পড়, আমার সহিত ন্যায় শাস্ত্রের বিচার কর।" শ্রীগদাধর তাহাতে সম্মত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত বিদ্যা-রসের আস্বাদন সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন ন্যায় শাস্ত্রে মুক্তির লক্ষণ কি? শ্রীল গদাধর বলিলেন, ন্যায়-শাস্ত্রে—"আত্যন্তিক দুঃখ-নাশকেই মুক্তি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র ১ম অঃ ১ম সূত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ সাত্বত-শাস্ত্রবিগ্রহ এবং শুদ্ধা অপ্রকৃত সরস্বতীপতি, তিনি জড়বিদ্যা-নির্ণীত সিদ্ধান্তের নিতান্ত অকর্ম্মণ্যতা এবং দোষযুক্ত-বিচার-পূর্ণতা প্রতিপাদনার্থে শ্রীমাধ্বাচার্য্যপাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে নির্ণীত "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভং" বিচার প্রবর্ত্তন করিয়া অনিত্য-সুখ-দুঃখ-ভোগকারী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের অবস্থানের অনিত্যত্ব এবং জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি বা স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তিকেই মুক্তির লক্ষণে সংস্থাপিত করিলেন। শ্রীল গদাধর প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সকলেই সুসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইয়াও প্রভুকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অপ্রাকৃত

বিদ্যার সুষ্ঠুতা ও সর্ব্বসুসিদ্ধান্ত প্রকাশোদ্দেশ্যে তাঁহার বিদ্যা-বিলাস লীলার সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অপূর্ব্ব প্রেম-বিকার প্রকাশ করিলে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ পুষ্পচয়নে একত্রিত হইয়া তাহা পরস্পর বর্ণন করিলেন। শ্রীল গদাধর প্রভুও তথায় শ্রবণ করিয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে লুকাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-প্রকাশ দর্শন করিয়া গৃহমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছু স্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গৃহের মধ্যে প্রেমমূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত হইয়া কোন মহাভাগ্যবান রহিয়াছেন? ব্রহ্মচারী কহিলেন—"তোমার গদাধর"। শ্রীল গদাধর তখন মাথা হেট করিয়া প্রেমক্রন্দন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"গদাধর তুমিই মহা-ভাগ্যবান্ তাই শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় মতিলাভ করিয়াছ, ইহা বহু-সুকৃতির ফলে লাভ হয়।"

একদা রত্নগর্ভ-আচার্য্য প্রেমভরে শ্রীমদ্ভগবতের দশম-স্কন্ধের শ্লোক পাঠ করিতেছিলেন। দৈবে সেই পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু পড়ুয়াবর্গসহ যাইতে যাইতে এক শ্লোক শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিবামাত্র প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা হইল, শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব্ব প্রেমবিকার সকল প্রকাশিত হইল, বহুক্ষণে বাহ্যদশা লাভ করিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া 'বল বল' বলিতে লাগিলেন এবং বার বার ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বিপ্রবরও মহানন্দে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-

সকল পরম-ভক্তিযোগে পাঠ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। রত্নগর্ভও প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ যত শ্লোক পাঠ করেন, ততই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবিকার প্রবল হইতে প্রবলতররূপে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। প্রভুর নিত্যসঙ্গী ধর্ম্মজ্ঞ শ্রীল গদাধর স্থান-কাল-পাত্র বিচারে সুপারঙ্গত, তখন রত্নগর্ভকে শ্লোক পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া প্রভুকে কিছু সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয়তম নিত্যসঙ্গী শ্রীগদাধর প্রভুকে লইয়া শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্যকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন— আচার্য্য জল তুলসী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। কখন হাস্য কখন ক্রন্দন কখনও বা মহামত্ত সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন। তাঁহার প্রেমচেষ্টা দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আচার্য্য নিজ প্রভুকে ভক্তিযোগ প্রভাবে চিনিতে পারিয়া পূজার সজ্জা লইয়া শ্রীচৈতন্য-চরণ পূজিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য-চরণ পূজা করিয়া বিষ্ণু-পুরাণে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্রে— "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" প্রণাম করিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে প্রণাম ও পূজা করিয়া নয়ন জলে শ্রীচৈতন্য-চরণ ধৌত করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধ

মহাতেজস্বী আচার্য্যের বালক-প্রতিম বিশ্বম্ভরের প্রতি ঐ-প্রকার ব্যবহার দর্শন করিয়া মাধুর্য্য রস-রসিক শ্রীল গদাধর ঐ প্রকার— ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানময় পূজা পদ্ধতিকে বহুমানন না করিয়া জিহ্বা কামড়াইয়া বলিলেন,—আপনি বৃদ্ধ, পণ্ডিত, ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হইয়া এই বালক-প্রতিম নিমাই পণ্ডিতকে এরূপ পূজ্যবুদ্ধিতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণজ্ঞানে পূজা করা বর্ত্তমান স্থান-কাল-পাত্র বিচারে সমীচীন নহে। নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীল গদাধর প্রভু মাধুর্য্যাবেশে নিজ সঙ্গী ও সখাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও শ্রীল আচার্য্যের ব্যবহারে তাহা শিথিল হইল না। তখন আচার্য্য হাঁসিয়া বলিলেন— 'গদাধর' এই বালককে আর কিছুদিনে জানিতে পারিবে'। কিন্তু রাগাত্মিকার প্রকৃতি ঐশ্বর্য্যকে বহুমানন করিতে পারেন না। তাই শ্রীল গদাধরের সখা নিমাই পণ্ডিতকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া প্রেম-শিথিলতায় তাঁহার মহাপ্রভু-ভাব হইল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া আছেন। যে বৈষ্ণবকে সম্মুখে দেখেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন— "শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন"? এই বলিয়া অতিশয় ক্রন্দন করেন। যিনি যেমন ভাবে ভাবিত থাকেন, তিনি সেই ভাবেই প্রবোধ প্রদান করেন। এক দিন শ্রীল গদাধর প্রভু তাম্বূল লইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গদাধর, শ্যামল পীতবাসা কৃষ্ণ কোথায় আছেন" যে তীব্র-আর্ত্তি-সহকারে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে

সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কি উত্তর দিবেন, মুখে বাক্য পর্য্যন্ত বিনির্গত হইতে পারে না। শ্রীল গদাধর প্রভু বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ তোমার হৃদয়ে বিরাজ মান"। শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আছেন? এই বলিয়া নিজ নখ দিয়া প্রভু বক্ষ চিরিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি শ্রীল গদাধরপ্রভু মহাপ্রভুর দুই হস্ত ধারণ করিয়া নানা প্রকারে সুকৌশলে প্রবোধিত করিলেন, এবং বলিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসিবেন, স্থির হও'। অর্থাৎ তুমি আশ্রয় শিরোমণির ভাবে বিভাবিত আছ, সেই ভাব অপসারিত হইলেই তোমার নিজ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের স্ফূরণ হইবে। এই স্মৃতিদ্বারা সেই আশ্রয় শ্রেষ্ঠার ভাব অপনোদিত করিয়া নিজ কৃষ্ণ-স্বরূপের স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণস্বরূপের স্ফূরণ করাইয়া বিষয়-ভাবাবেশ-প্রকাশ দ্বারা আশ্রয়ের তীব্র ব্যাকুলতা ও প্রেম-বৈচিত্ত্য-ভাবের অপসারণ করাইয়া শান্ত করিলেন। শ্রীশচীমাতা এই অপূর্ব্বভাবে শান্তনার কৌশল এই বালক কি প্রকারে অবগত হইল ও সেই অপ্রাকৃত ভাব-শান্তির কৌশল পরম-রসিকভক্ত ব্যতীত এই মহাভাব প্রকাশ সেবায় সাধারণ ভক্তের অধিকার নাই, জানিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তখন শ্রীশচীমাতা বলিলেন, আমি পর্য্যন্ত যে ভাব গাম্ভীর্য্য বুঝিতে অক্ষম ও সেই ভাবাবেশের সময় তাঁহার সম্মুখে যাইতে সঙ্কুচিত হই, এই বালক সেই ভাবগাম্ভীর্য্য অবগত হইয়া অপূর্ব্ব চিদ্বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সেবা করিল।

অতএব এই শ্রীনিমাইর বর্ত্তমান ভাবগাম্ভীর্য্যের সেবায় ইঁহারই অধিকার ও সামর্থ্য অবগত হইয়া সেই সেবার সহায়ক জানিয়া তাঁহাকেই উপযুক্ত বিচারে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। অখিলরসামৃতসিন্ধু, মহাভাব স্বরূপার ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবানুরূপ সেবা শ্রীল গদাধর প্রভু সুষ্ঠু ভাবে করিতে পারিলেন।

শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রথম মিলনে শ্রীমন্নিতানন্দ প্রভু ভাবোন্মত্ত হইলে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে কেহই সমর্থ হইলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কোলে লইয়া বসিয়া সুস্থির করিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ চরিত্র জ্ঞাতা শ্রীল গদাধর প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর। আজি তার গর্ব্বচূর্ণ -কোলের ভিতর"॥ অর্থাৎ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষাৎ বলদেব। বলদেব সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে আসন, শয্যা, পাদুকা প্রভৃতি হইয়া এবং ভক্তহৃদয়েও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে প্রবেশ করিয়া এবং সর্ব্ব অবতারেই তাঁহার বিভিন্ন ভাবে সেবন ও ধারণ করেন কিন্তু এ অবতারে তাহার বিপরীত, তাই শ্রীকৃষ্ণই— আজ বিশ্বম্ভররূপে সেবক-ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দকেও কোলে করিয়া ধারণরূপ বলদেব-স্বরূপের সেবাভার গ্রহণ করিয়া বলদেবেরও সেবকাভিমানকে খর্ব্ব করিয়া সেবকরূপী ভগবান্ সেব্য হইয়াও সেবক বলদেবের সেবার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। তিনি যখন যেভাবে বিভাবিত

হ'ন তাহাই সর্ব্ববিলক্ষণ—ইহা শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উপমা নানাবিধ ভাগবতগণ নানাপ্রকারে নিজ ভাবও উপলব্ধি মত বর্ণন করিলেন কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন, যেমন শ্রীহরি-হর পরস্পরের পূজা বিধান করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাদের অবস্থাও সেই প্রকার। শ্রীল গদাধর বলিলেন,— শ্রীবাসপণ্ডিত উভয়ের নির্ণয় ভালই করিয়াছেন। কিন্তু উঁহাদের উপমা জগতে দেখিতেছি না। তবে জগতে আবির্ভাবিত পরাবস্থা-স্বরূপ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের ন্যায় সেব্য-সেবকের ভাবে উভয়ে বিভাবিত বলিয়াই আমি উপলব্ধি করিতেছি। তিনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের কথা প্রকাশ করিলেন না। কারণ এই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রথম মিলন এখনও শ্রীবলদেবের সেবা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতিত শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের সেবার ও স্নেহের কথাই তাঁহার উপলব্ধি ও স্মৃতিপথে আসায় তাহাই ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল গদাধরপ্রভু সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বলীলায় তদুপযোগী অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেন। শ্রীব্যাসপূজায়ও তাঁহার তাম্বুল-সেবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

পুণ্ডরীকমিলন ঃ—শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীবৃষভানু রাজা শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা করেন। তিনি চট্টগ্রামে আবির্ভূত হন।

নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরেও প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব-নিধি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য বাড়ী করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নিজ প্রকাশ আরম্ভ করিলেন, তখন তিনিও শ্রীগৌরসুন্দরের আকর্ষণে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। একে ত' বৈষ্ণবকে চিনিতে পারা খুবই দুরূহ ব্যাপার, তাহাতে আবার শ্রীগৌর-সুন্দরের ভক্তগণ এত গম্ভীর যে, তাঁহাদিগকে চিনিতে ভাগবতগণও পর্য্যন্ত অক্ষম হয়েন। শ্রীমুকুন্দ দত্তের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভুর প্রগাঢ়-প্রেম-সেবার মহিমা অবগত ছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীপ্রভু শ্রীমুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধর প্রভুকে সেই অদ্ভুত-বৈষ্ণব শ্রীপুণ্ডরীকের সহিত পরিচয় ও মিলন করাইতে লইয়া গেলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীক সহ শ্রীগদাধরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীপুণ্ডরীকের মহাভোগী বিষয়ীর-ন্যায় বেশ ও ব্যবহার-সংস্থান দেখিয়া আজন্ম-বিরক্ত শ্রীগদাধর-প্রভুর শ্রীপুণ্ডরীকের সম্বন্ধে কিছু সংশয় জন্মিল। শ্রীগদাধরপ্রভু শ্রীমুকুন্দের মুখে শ্রীপুণ্ডরীক প্রভুর কথা শুনিয়া যে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার বাহ্য বিষয়ীর ন্যায় বেষ ও ব্যবহার দেখিয়া কিছু শিথিল হইল। ইহা শ্রীমুকুন্দ বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধরের চিত্ত-বৈক্লব্য দেখিয়া শ্রীপুণ্ডরীককে তাঁহার নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীশ; তিনি মায়া প্রকাশ করিয়া সাধারণের বোধ বিলোপ করাইতে সমর্থ। সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগদাধরের প্রতি সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন। সুতরাং শ্রীগদাধরের শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে কিছুই অজানিত থাকিবে না। ইহা ভাবিয়া শ্রীমুকুন্দ—শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তেইশ শ্লোক সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করিলেন যথাঃ—"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম"॥ অর্থঃ— অহো কি আশ্চর্য্য। বকাসুরভগিনী দুষ্টা পুতনা কৃষ্ণের প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূটমিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইবে?

এবং ভাঃ ১০।৬।৩৫ শ্লোকঃ—পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্"॥ অর্থঃ—'রক্তপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায়ও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল।' এ-বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে অপূর্ব্ব বর্ণন আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। চৈঃ ভাঃমধ্য ৭ম অঃ "শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন। বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার। যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥ অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক,

হুঙ্কার। এককালে হইল সবার অবতার॥ ‘বোল, বোল’ বলি, মহা লাগিলা গর্জ্জিতে। স্থির হইতে না পারিলা পড়ি ভূমিতে॥ লাথি-আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার। ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর॥ কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান। কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জলপান॥ কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে। প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাতে॥ কোথা গেল সে বা দিব্য-কেশের সংস্কার। ধূলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥ “কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ। মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ সমান॥” অনুতাপ করিয়া কাঁন্দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে। “মুই সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতার॥” মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়। সবে মনে ভাবে,—“কিবা চূর্ণ হৈল হাড়”॥ হেন সে হইল কম্প-ভাবের বিকারে। দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥ বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটী—সকল সম্ভার। পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর॥ সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ। সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন॥ এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া। আনন্দে মূর্চ্ছিত হই’ থাকিলা পড়িয়া॥ তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে। ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে॥ দেখি’ গদাধর মহা হইলা বিস্মিত। তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত॥ “হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ। কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলু”॥ মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি’ কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে॥ “মুকুন্দ,

আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য। দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥ এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে। ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে॥ আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কটে। সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকটে॥ বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান। বিষয়ী-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈলা জ্ঞান॥ বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়। প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়॥ যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ। ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ॥ এ পথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে। উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জনে॥ এ পথেতে উপদেষ্টা আমি নাহি করি। ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি॥ ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে। শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥ 'এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে। দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥ শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা। 'ভাল ভাল' 'বলি' বড় শ্লাঘিতে লাগিলা॥ প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর। বাহ্য পাই' বসিলেন হইয়া অস্থির॥ গদাধরপণ্ডিতের নয়নের জল। অন্ত নাহি, ধারা অঙ্গ তিতিল সকল॥ দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয়। কোলে করি' থুইলেন আপন হৃদয়॥ পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর। মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর॥ "ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার। পূর্ব্বে কিছু চিত্ত-দোষ জন্মিল উহাঁর॥ এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে। মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥ বিষ্ণুভক্ত, বিরক্ত, শৈশবে বৃদ্ধরীত। মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত॥ শিশু হৈতে ঈশ্বরের

সঙ্গে অনুচর। গুরু-শিষ্য-যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর॥ আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে॥” শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি॥ করাইমু, ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই। বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥ এই যে আইসে শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশী। সর্ব্ব-শুভলগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥ ইহাতে সঙ্কল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার। শুনি' গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার॥ সেদিন মুকুন্দ-সঙ্গে হইয়া বিদায়। আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায়॥ * * * ॥ গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে। পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥ “না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার। চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥ এতেকে উহান আমি হইবাও শিষ্য। শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥” গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা। “শীঘ্র কর, শীঘ্র কর” বলিতে লাগিলা॥ তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে। মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥ কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা। গদাধর-শিষ্য যাঁর, ভক্তের সেই সীমা॥ * * ॥ যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর। দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥ পুণ্ডরীক, গদাধর—দুইর মিলন। যে পড়ে, যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গা-শক্তি। মায়া তাঁহার আশ্রিত ছায়া-শক্তি। অতএব তাঁহার উপর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব কখনই সম্ভবপর

নহে। মায়িক বদ্ধ জীবের প্রতি সেই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব হেতু অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। "মায়িক ধন, কুল, বিদ্যা-মদে বৈষ্ণব না চিনে"। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সে প্রকার মায়িক ধনাদির মদে মত্ততার সম্ভব না থাকায় তাঁহার বৈষ্ণব চিনিতে অক্ষমতা—মায়িক প্রভাব নহে। কিন্তু স্বরূপশক্তি-প্রকটিত কোন বিশেষ-লীলা-পোষণার্থে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ও সেবক প্রভাব বিস্তারার্থে তাঁহার ঐ প্রকার অভিনয়, উহা স্বরূপশক্তি প্রকটিত অন্তরঙ্গ-ভাবময়ী লীলা-বিচিত্রতা সম্পাদনার্থে জানিতে হইবে। এবং অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব বাহ্যিক-লক্ষণদ্বারা কখনও প্রকাশিত নহে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবদর্শন সম্ভবপর নহে। অপ্রাকৃত নাম, ধাম, কাম, লীলা ও পরিকরাদি প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, বহুজ্ঞতা, বিচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচক্ষণতাদি দ্বারা বুঝিতে জানিতে ও মাপাধর্ম্মে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইয়া অপরাধই লাভ হইয়া থাকে। সাধকগণের এ-বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কোন অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভাগবতের কৃপাবলে শরণাগত ও অনুগত হইয়া তাঁহার কৃপায় বৈষ্ণব-স্বরূপ প্রকাশ করিলে, তবে তাঁহার সঙ্গ ও কৃপালাভ সম্ভবপর হয়। তদভাবে যে অপরাধ হয় তাহার ক্ষালনার্থে ও শুদ্ধভক্তের আবেদন ও প্রতিকারোপায়ের ব্যবস্থারও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যদি অপরাধ হইয়া পড়ে তৎ প্রতিকারার্থে তীব্র অনুশোচনা ও আনুগত্য ব্যতীত তাহার আর কোনও প্রতীকার

নাই। তজ্জন্য নিষ্কপটে অপরাধ-স্বীকার-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তীব্র ব্যাকুলতার ও অনুশোচনার তাপ দ্বারা শুদ্ধ হইবার যত্ন করিতে হইবে। বৈষ্ণবানুগত্য ও কৃপাব্যতীত ভক্ত-ভগবান্‌কে দর্শন করিতে যাইতে নাই। ইত্যাদি বহু বিষয় সাধকগণের এই লীলায় শিক্ষার বিষয় রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মধ্যখণ্ডে বর্ণিত আছে,— "পণ্ডিত শ্রীগদাধর— সর্ব্বগুণধাম। প্রভু কাছে থাকে নিরন্তর লয় নাম॥ রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি। পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি—॥ পাইবে দুর্ল্লভ প্রেম রজনী-প্রভাতে। মনোরথ সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে॥ ইহা বলি' অঙ্গমালা দিলা তার গলে। প্রভাতে আইলা সবে প্রভু দেখিবারে॥ সভারে কহিল প্রভু রজনীচরিত। কথা ছলে প্রেম লভে গদাধরপণ্ডিত॥ অতি হৃষ্টমনে স্নান করি গঙ্গাজলে। প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে॥ জগন্নাথদেব-পূজা করিলা বিধানে। পুনঃ পূজা করে নিজ-প্রভু-বিদ্যমানে॥ সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে করিল লেপন। দিব্যমালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন॥ এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা। শয়নমন্দিরে করে শয়নের শয্যা॥ চরণ-নিকটে নিতি করয়ে শয়ন। নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি-পর তার মন॥ প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃতবচন। শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন॥ তাহার অমৃত-বাণী সিঞ্চিল অন্তর। নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার-কর॥ নরহরি-ভুজে আর ভুজ-আরোপিয়া। শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া॥

গৌরদেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥ মধুমতি নরহরি হৈলা সেইকালে। দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেইস্থানে। গো-গোপী গোপাল-সঙ্গে শচীর নন্দনে ॥ পূর্ব্বে সখাসখীগণ যেরূপে আছিলা। রস-আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা ॥ অভিনব-কামদেব শ্রীনন্দনন্দন। অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন ॥ তাঁরা সব পূর্ব্ব দেহ ধরি' প্রভু-কাছে। আবরণ-ক্রমে তাঁরা প্রভু বেড়ি' নাচে ॥ দেখি' অন্য-অবতার-সঙ্গী সব কাঁদে। নবদ্বীপে উদয় করিল ব্রজচাঁদে ॥ ক্ষণে গৌরলীলা গদাধর করি' সঙ্গে। ক্ষণে শ্যামলীলা রাধা-রাসরস-রঙ্গে ॥ চমৎকার লীলা দেখি' সব ভক্তগণ। হরি হরি জয় জয় বোলে ঘনে ঘন ॥

উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র বর্ণিত আছে ;—" আচম্বিতে পরিতাপ করি' পাইল মোহ। বলরাম-স্মরণে নয়নে বহে লোহ ॥ ভূমিতে লোটায় মহাপ্রভু মুক্তকেশ। মুখে জল দেই সব-জনপায় ক্লেশ ॥ ক্ষণেকে হইল সংজ্ঞা গদাধর দেখি'। কহিল কাতরবাণী ইঙ্গিত সে লখি ॥ তুমি যে আমার বন্ধু প্রাণসম জানি। তোর প্রেমে বশ আমি শুন দ্বিজমণি ॥ তোর নাথ মুঞি হঙ— তুমি মোর প্রাণ। গদাই গৌরাঙ্গ বোলে কর অবধান ॥ মোর যত ভাব— তোথে নহে আগোচর। আমার অন্তরশক্তি তোর কলেবর ॥ রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়। তোমা বিনে মোর কথা জানে কেবা দঢ় ॥ মোর প্রিয় বন্ধু যত বৈষ্ণব যে জন। আনহ সভারে—আমি দেখিব এখন ॥ আজ্ঞা পাইয়া গদাধরপণ্ডিত

সভারে। আনিল আচার্য্যরত্ন-আদি যত আরে॥ আসিয়া দেখিল যত মহোত্তম জন। বিভোর হইল সভে সজললোচন॥ ঐ গ্রন্থে অন্যত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিকালে সর্ব্বধর্ম্মসার সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন—" পঞ্চমবেদ হইতে সংকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রকাশ বলিয়া শ্রীশিব পঞ্চমুখে নিরন্তর গান করেন। নারদ বীণাযন্ত্রে গান করিয়া নাচিয়া ভ্রমণ করেন॥ শুক-সনকাদি ভক্তগণ তাহাই গান করিয়া ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লইয়া গোপী-সঙ্গে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিয়া বেড়ান। নিত্য বৃন্দাবনে এই পঞ্চমের স্থিতি বলিয়া শিব মহাপ্রেমভাবে গান করেন। তথাপি গান করিয়া সীমা পান না। 'এমন বেদ কলিযুগে প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি প্রবোধিত হইয়া সেই গান করেন সেই মহাদয়া-পঞ্চমবেদ গানরূপে উচ্চারিত হন। "সর্ব্ব-লোক-বর্ণ-গর্ত্ত-কুণ্ড-পরিসর। জিহ্বা—স্রুব, ধ্বনিরস—ঘৃত মনোহর॥ অন্তরে প্রবিষ্ট হঞা ভাব-অগ্নি জ্বালে। অগ্নি-শিখা—পুলকাশ্রু, কম্প কলেবরে॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈয়া সর্ব্বজন নাচে। সালোক্যাদি মুক্তি তারা ফিরে পাছে পাছে॥ কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোণে। নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণ-রস-আস্বাদনে॥ সে যজ্ঞ বেঢ়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য। জানিবে কীর্ত্তন-যজ্ঞ—সর্ব্বযজ্ঞ-আর্য্য॥ ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন। ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ-আবরণ॥ গদাধরপণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিণী। এইতত্ত্ব জানিবে সকল ভক্তমণি॥ অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি আমারে আনিঞা।

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ স্থাপে সুদৃঢ় হইয়া॥ শ্রীনিবাস-নরহরি-আদি ভক্তগণ। তো' সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন॥ এই যজ্ঞ কলিকালে দেহ ঘরে ঘরে। তরুক সকল লোক পতিত পাররে॥ * * *

তবে বিশ্বম্ভর হরি, গোপিকার বেশ ধরি' শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-ঘরে। নাচয়ে আনন্দ ভোলা, শ্রীবাস হেনই বেলা, নারদ-আবেশ ভেল তারে॥ প্রভুরে প্রণাম করে, বিনয়-বচনে বোলে, 'দাস করি' জানিহ আমারে। এমন কহিয়া বাণী, তবে সেই মহামুনি, গদাধর-পণ্ডিতেরে বোলে॥ শুনহ গোপিকা তুমি, যে কিছু কহিয়ে আমি, তোর পূর্ব্ব কথা কিছু জান। অপূর্ব্ব কহিয়ে আমি, জগতে দুর্লভ তুমি, তোর কথা শুন সাবধানে॥ শুন তো-সভার কথা, আমি কহি গুণগাথা, গোকুলে জন্মিলা জনে জনে। ছাড়ি' নিজ পতিব্রত, সেবা কৈল অবিরত, অভিমত পাঞা বৃন্দাবনে॥ প্রধান প্রকৃতি তুমি, কৃষ্ণশক্তি রাধা তুমি, কি জানি তা কহিবারে আমি॥ রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেম-সোহাগিনী, তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি॥ ঐছন করিলে ভক্তি, কেহো নহে সমযুক্তি, পরম নিগূঢ় তিন-লোকে। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবা, লখিমী অনন্ত কিবা, তাকে ধিক্ পরসাদ তোকে॥ প্রহ্লাদ-নারদাদিক, সনাতন আদি শুক, না জানয়ে তোর ভক্তি-লেশ। ত্রৈলোক্য-লখিমী-পতি, চাহে তোর পীরিতি স্ব-অঙ্গে ধরয়ে বর-বেশ॥ লখিমী যাহার দাসী, তোর প্রেম প্রতি-আশী, হৃদয়ে ধরয়ে অনুরাগ। সকল-ভুবনপতি, ভুলাইলা

সে পীরিতি, ধনি ধনি তোঁহারি সোহাগ ॥ তোরা সে জানিলি তত্ত্ব, প্রভু-মর্ম্ম-মহত্ত্ব পীরিতি বান্ধিলি ভালমতে। উদ্ধব-অক্রূর-আদি, সভে তোর পদসেবী, অনুগ্রহ না ছাড়হ চিতে ॥

জগাই মাধাই উদ্ধারের দিন জগাই মাধাইকে লইয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুই পাশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বসিলেন। পরে গঙ্গা-স্নানের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধরপ্রভু সহ জলকেলি করিলেন। মহাপ্রকাশে শ্রীল গদাধর প্রভুর তাম্বুল সেবা বিদ্যমান ছিল। (চৈঃ ভাঃ)

নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুষ্পক্রীড়ায়— "গদাধর আদি আর সঙ্গে নিত্যানন্দ। ফুলের সমরে গোরা হইলা আনন্দ। গদাধর-সঙ্গে গোরা করয়ে বিলাস।" (ভক্তিরত্নাকর ১২তরঙ্গ ৩২২৮-২৯) পাশাখেলায় ;—একদিন গদাধর সঙ্গে গৌর হরি। এ পুষ্পবাটিতে বসি' খেলে পাশা-সারী ॥ গৌরাঙ্গ-চাঁদের মনে কি ভাব পড়িল। পাশাসারী লইয়া গোরা খেলা সিরজিল ॥ গদাধর-সঙ্গে গোরা খেলে পাশাসারি। ফেলিতে লাগিলা পাশা 'হারি জিনি' বলি' ॥ 'দুয়া চারি' বলি' দান ফেলে গদাধর। 'পঞ্চ তিন' করি' ডারে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ দুইজন মগ্ন হৈলা পাশাখেলা-রসে। (ঐ ঐ ৩২৩০-৩৪) ॥

ঝুলনলীলায়;—"প্রিয় গদাধর মুখপানে চায়।। রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈয়া॥ সবে পূরব ঝুলনলীলা গায়। শোভা দেখিতে

কেবা বা নাহি ধায় ॥" * * হেরি' হেরি' গদাধর-মুখ-আঁখি, ভঙ্গি
করে কত ভাতিয়া গো। (ঐ ঐ ৩২৬৮-৬৯ ও ৩২৭১) ॥

হিণ্ডোল লীলায়;—"গোরা পঁহু ঝুলে হিণ্ডোলাতে। কত সুখ
সে ভাব ভাবিতে ॥ গদাধর-মুখপানে চায়। পুলক ভরয়ে হেম
গায়।" (ঐ ঐ ৩২৮৩-৮৪) ॥

ফাগু খেলা;—"পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া। হাসে মন্দ মন্দ
কেহ গোরাগায়ে দিয়া ॥ কেহ কেহ নাচে নানা ছাঁদে।
সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদে ॥ নিতাই অদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর ॥ (ঐ ঐ ৩৩০৮-১০)।
"নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস। গদাধর আদি সঙ্গে
করয়ে বিলাস ॥ * * চতুর গদাধর স্বরূপ সুলেহ। ডারত ফাগু
নিরখি' পঁহু দেহ ॥" (ঐ ঐ ৩৩২৩,৩৩২৮) "হোলি খেলত
গৌরকিশোর। রসবতীনারী—গদাধর কোর ॥ স্বেদবিন্দু মুখ
পুলক শরীর। ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর ॥ ব্রজরস গায়ত
নরহরি সঙ্গে। মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥ খেনে খেনে
মুরুছই পণ্ডিত কোর। হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর ॥
নিকুঞ্জ-মন্দির পঁহু করল বিথার। ভূমে পড়ি' কহে—কাঁহা
মুরলী হামার ॥ কাঁহা গোবর্দ্ধন, যমুনাকো কূল। কাঁহা মালতী
যুথি চম্পক ফুল ॥ শিবানন্দ কহে শুনি' পঁহু রসবাণী। যাহা
পঁহু গদাধর তাহা রসখনি ॥ (ঐ ঐ ৩৩৪৩-৩৩৪৯) ॥

শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর প্রভুকে
লইয়া সপার্ষদে শ্রীরাধার জন্মোৎসব করিলেন। (ঐ ঐ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে গোপিকানৃত্যে শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী রুক্মিণীর অভিনয় করিয়াছিলেন। "প্রথম প্রহরে মহাপ্রভু নিজে রুক্মিণীর অভিনয় করিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর রুক্মিণীর বেশে সুপ্রভা সখীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। যথা—"অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম সন্তোষে। নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে॥ রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর। সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥ গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন। বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন॥ প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে। পৃথিবী হইলা সিক্ত, ধন্য করি' মানে॥ গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী। সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার। "গদাধর মোর বৈকণ্ঠের পরিবার॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮ অঃ ১১১-১৬)॥

নগর সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর প্রভুর দুই পাশে প্রেম-সুধা-সিন্ধু মাঝে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। ক্রমে কাজীর বাড়ীতে গিয়া কাজী দলন করিয়া শ্রীধরের বাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। তথায় যাইয়া "বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়" ইহা সবাকে বুঝাইতে শ্রীধরের লৌহ পাত্রস্থিত জল পান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজি মোর কলেবর শুদ্ধ হইল, আজি মোর শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তি হইল।" প্রভুর ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া ভক্তগণ মহা-আনন্দ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর ভূমে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন শ্রীধর অঙ্গনে ভক্তগণ সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর দুই পাশে প্রভু সহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্ব-জ্ঞান কথা বলাইয়া গৃহে চলিলেন। সর্ব্বক্ষণ প্রেমরসে মহামত্ত হইয়া কোন কার্য্যই আর করিতে পারেন না। সর্ব্বদাই ভক্ত-গোষ্ঠী লইয়া সংকীর্ত্তন সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। অন্য কথা কি শ্রীবিষ্ণুপূজা করিতে পারেন না। স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুপূজা করিতে বসিলে প্রেম-জলে শ্রীঅঙ্গ ও বস্ত্র ভিজিয়া যায়। বাহিরে আসিয়া সে বস্ত্র ছাড়িয়া অন্য শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা করিতে গেলে তাহাও ভিজিয়া যায়। এই প্রকারে বার বার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বিষ্ণুপূজা আর করিতে পারেন না। তখন শ্রীল গদাধরকে প্রভু বলিলেন,—গদাধর তুমি বিষ্ণুপূজা কর, আমার পূজা করিবার ভাগ্য নাই। তাই শ্রীগদাধর শ্রীবিষ্ণুপূজা করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর-সন্ন্যাস প্রস্তাবে;—একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুকে নিজ সন্ন্যাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীশচীমাতাব দুঃখ স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রবোধিত করিয়া শ্রীমুকুন্দের নিকট যাইয়া তাঁহাকেও এই নিদারুণ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর দুর্নিবার ইচ্ছা

বুঝিতে পারিয়া আর কিছুদিন পরে সন্ন্যাস করিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন। মহাপ্রভু তথা হইতে শ্রীগদাধর সমীপে যাইয়া সন্ন্যাস বার্ত্তা বলিলেন। এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা বর্নিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মুকুন্দের বাক্য শুনি" শ্রীগৌর-সুন্দর। চলিলেন যথায় আছেন গদাধর॥ সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর। প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার উত্তর॥ না রহিব গদাধর, আমি গৃহবাসে। যে-তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥ শিখা-সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব। মাথা মুড়াইয়া যে-তে দিকে চলি যাব'॥ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি' গদাধর। বজ্রপাত যেন হইল শিরের উপর॥ অন্তরে দুঃখিত হই' বলে গদাধর। "যতেক অদ্ভুত প্রভু, তোমার উত্তর॥ শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই। গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই? মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম্ম হয়। তোমার যে মত, এ বেদের মত নয়॥ অনাথিনী, মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে। প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে॥ তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান। সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁ'র প্রাণ॥ ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয়। গৃহস্থ যে সবার প্রীতের স্থলী হয়॥ তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও। যে তোমার ইচ্ছা তাই করি' 'চলি' যাও॥ চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১৬৬-১৭৭॥

এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সহিত শ্রীগদাধরপ্রভুর মতের কিছু বৈষম্য দেখা যাইতেছে। জগদ্গুরু সর্ব্ব-শিক্ষক চূড়ামণি

শ্রীমন্মহাপ্রভু—"প্রতিকূল সংসার অবশ্য ত্যজ্য। অবৈধ গৃহ-মেধাবীগণ গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়াও কৃষ্ণভজন করিতে পারা যায়, এই ছলনায় গৃহে অত্যাসক্তিই বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজনে-পুত্র-পরিবার-বিষয়-সংসারে-অত্যাসক্তিই ফলরূপে প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-পরবঞ্চনায় রত হয়। ইহা হইতে উদ্ধার কল্পে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করিলেন। আবার পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদি-বন্ধু-বান্ধবগণ ও গৃহে আসক্ত হইয়া বন্ধন করিবার অভিলাসে যে অনুকূল ভাবের প্রকাশ করে ও অন্তরে ভক্তিহীনতা, আসক্তি ও ভগবদ্বিদ্বেরূপ মহাঅকপটতার হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার কল্পে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। উভয় প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল-অবস্থাই মায়াকৃত বঞ্চনাপূর্ণ। মায়ার সর্ব-প্রকার বঞ্চনা ও কপটতার হস্ত হইতে উদ্ধার না হইলে, সর্বপ্রকার আসক্তি ও বন্ধন ছিন্ন না হইলে, পূর্ণ শরণাগত না হইলে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ ভক্তিলাভের কোনও আশাই নাই। স্বরূপশক্তির-পূর্ণ-শরণাগত ব্যতীত মায়িক বন্ধনের ধর্ম্মে বদ্ধ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণভক্তি সুদুর্ল্লভা। অনুকুল সংসার মনে করিয়া ভক্তির প্রতিকূল স্মার্ত্ত ও সহজিয়াদের ধর্ম্মের অনুগত্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অদৈব বা সমাজের অনুকূলে ভগবদ্‌বিরোধী জনগণের সম্মানাদি দিতে গেলে তাহাদের প্রভাবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ভগবদ্ভক্তের মর্য্যাদা অনভিজ্ঞের চক্ষে ক্ষুন্ন হয়—এই সকল দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দর বিধিমতে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন। (শ্রীল প্রভুপদ)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-প্রভু নিত্যসিদ্ধ গৌর-কৃষ্ণ পার্ষদ তাঁহার বিচার ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল ও জগৎমঙ্গলময়। তিনিও শ্রীগুরুতত্ত্বের মূল আকর। হরিভক্তির আদর্শ দেখাইতে গিয়া কেবলাদ্বৈত-বাদীর ন্যায়ে শিখা-সূত্র-ত্যাগ করিলেই অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব হয় না। এবং সন্ন্যাসী অভিমান ও মায়াকৃত দম্ভভক্তির মহাপ্রতিকূল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবলাদ্বৈত-পন্থী সন্ন্যাসী নহেন। অভক্তের কপটতাময়ী বঞ্চক আত্মীয়স্বজন-স্ত্রী-পুত্রাদির ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংসার বা সঙ্গ মায়িক অনুকূল সংসার নহে। তাহা নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের সহিত শ্রীসচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তি অখিল অপ্রাকৃত রসামৃত-সিন্ধু শ্রীভগবানের চিদ্বিলাস। তাহা নিত্য হ্লাদিনীর বৃত্তিতে উদ্ভাসিত লীলা-বিলাসবৈচিত্র্যময়ী-মহাপ্রেমের প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা শিরোমণির প্রকাশ। ইত্যাদি বুঝাইতে ও সাধকগণের প্রতি কৃপাপরবশতাই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর উক্ত উক্তির তাৎপর্য্য। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্তের সমর্থন ও মহাগাম্ভীর্য্য এবং মহাকৃপা-বিতরণেরই প্রকার বিশেষ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-সংকল্প শ্রীশচীমাতা, শ্রীগদাধর, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রকাশ করিলেন। যে দিন গৃহত্যাগ করিবেন সে দিন সর্ব্বভক্ত সহ রাত্রে সংকীর্ত্তন করিয়া সবাপ্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন। শ্রীহরিদাস ও শ্রীগদাধর নিকটে শয়ন করিলেন। শ্রীশচীমাতা জানেন আজ

নিমাই চলিয়া যাইবেন। তিনি সারারাত্রি অনিদ্র হইয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিয়া নাসাগ্রাণ লইয়া সুসময় বুঝিয়া যাত্রা করিলেন। শ্রীগদাধর বলিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" মহাপ্রভু বলিলেন,—
"আমার নাহিক কারু সঙ্গ। এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ।"
শ্রীশচীমাতা দুয়ারে বসিয়া কাঁদিতেছেন মহাপ্রভু তাঁহাকে নানা-প্রকারে প্রবোধিত করিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ পদধূলি লইয়া চলিলেন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীব্রহ্মানন্দ পরে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া কাটোয়াঁয় পৌছিলেন। তথায় শ্রীকেশবভারতীর প্রতি কৃপা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ লীলাভিনয় করিলেন। কাটোয়া হইতে শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীগোবিন্দ সহ পশ্চিম মুখে চলিলেন। কিছুদূর যাইয়া তথাহইতে ফিরিয়া শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া সকল ভক্তের ও শ্রীশচীমাতার ইচ্ছাপূর্ণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন।

নীলাচলের সঙ্গী হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীব্রহ্মানন্দ। তথায় শ্রীগদাধর সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সঙ্গে থাকেন। ভোজনে, শয়নে, পর্য্যটনে সকল কার্য্যে শ্রীগদাধর প্রভুর সেবা করেন। শ্রীগদাধরপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। আর শ্রীমন্মহাপ্রভু মহানন্দে শ্রবণ করেন। প্রভু যেখানে যখনই যান শ্রীগদাধর সঙ্গে যান।

শ্রীনিত্যানন্দ মিলনঃ—একবার শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু গৌড়দেশ

হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগোষ্ঠীতে মিলিত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট টোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে যাইয়া মিলিত হইলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে অপূর্ব্ব বর্ণন আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড সপ্তমঅধ্যায় তবে জগন্নাথ হেরি' হর্ষ সর্ব্ব-গণে। আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে॥ নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে। তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে॥ গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ। আছেন, যে হেন নন্দ-কুমার সাক্ষাত॥ আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে। অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে॥ দেখি' শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা। নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা॥ নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর। ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥ দুঁহে মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন। গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥ অন্যোহন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার। অন্যোহন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুহাঁর॥ দোঁহে বলে,—"আজি হৈল লোচন নির্ম্মল"। দোঁহে বলে,—আজি হইল জীবন সফল"॥ বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে। দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥ হেন সে হইল প্রেম-ভক্তির প্রকাশ। দেখি' চতুর্দ্দিকে পড়ি, কান্দে সর্ব্ব দাস॥ কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে। একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষণ না করে॥ গদাধর-দেবের সঙ্কল্প এইরূপ। নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ॥ নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি। দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিতগোসাঞি॥ তবে দুই

প্রভু স্থির হই' একস্থানে। বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে ॥ তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ প্রতি। নিমন্ত্রণ করিলেন—"আজি ভিক্ষা ইথি ॥" নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে। একমন চাউল আনিঞাছেন যতনে ॥ অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে। গোপিনাথ লাগি' আনিঞাছে গৌড় হৈতে ॥ আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিন সুন্দর। দুই আনি' দিলা গদাধরের গোচর ॥ "গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন। শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥ "তণ্ডুল দেখিয়া হাসে" পণ্ডিতগোসাঞি। নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি' নাঞি ॥ এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া। যত্নে আনিঞাছেন গোপীনাথের লাগিয়া ॥ লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন। কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ ॥ আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর। বস্ত্র লই' গেলা গোপীনাথের গোচর ॥ দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে। দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥ তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা। আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা ॥ কেহ বোনে নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক। তাহা তুলি' আনিয়া করিলা এক পাক ॥ তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল। তাহা আনি' বাটি তায় দিলা লোণজল ॥ তা'র এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম। রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্ ॥ গোপীনাথ-অগ্রে নিয়া ভোগ লাগাইলা। হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥ প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'। বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ 'গদাধর, গদাধর,' ডাকে গৌরচন্দ্র। সম্ভ্রমে গদাধর

বন্দে পদদ্বন্দ ॥ হাসিয়া বলেন প্রভু,—"কেন গদাধর! আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই। না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই॥ নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ। তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥" কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ, গদাধর। মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর ভিতর॥ সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর। থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর॥ সর্ব্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে। ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে॥ প্রভু বলে,—"তিন ভাগ সমান করিয়া। ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া॥" নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে। বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥ দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে। সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে॥ প্রভু বলে,—"এ অন্নের গন্ধে ও সর্ব্বথা। কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা॥ গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক। আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক॥ গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন। তেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥ বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি। তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি॥" এই মত সন্তোষেতে হাস্য-পরিহাসে। ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে॥ এ-তিন জনের প্রীতি এ-তিনে সে জানে। গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে॥ কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন। চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ॥ এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে বা শুনে। কৃষ্ণ ভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে॥ গদাধর শুভদৃষ্টি

করেন যাহারে। সে-জানিতে পারে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ॥ নিত্যানন্দ-স্বরূপে যাহারে প্রীত মনে। লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে ॥ হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে। বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতূহলে ॥ তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥ জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে। আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সংকীর্ত্তনে ॥ চৈঃ ভাঃ অঃ ৭ম ১১২-১৬৫ ॥

শ্রীল গদাধর প্রভু ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নিকট থাকিলেন এবং টোটাগোপীনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন রথযাত্রায় গৌড়ের ভক্তগণ আসেন তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গৌড়ের বৈষ্ণব গণের সম্বর্দ্ধনার্থ মালা লইয়া যাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতেন। এ বার নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ের ভক্তগণ সহ জলকেলি করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও শ্রীপুরীগোস্বামি তিনজনে জলযুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কাহারও হারি নাই।

পুরীতে পুণ্ডরীক মিলনঃ—একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে। কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥ 'ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি। সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥

সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার। তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার ॥" প্রভু বলে,—"তোমার যে উপদেষ্টা আছে। সাবধান তথা অপরাধী হও পাছে ॥ মন্ত্রের কি দায়, প্রাণে আমার

তোমার। উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥ "গদাধর বলে,—"তিঁহো না আছেন এথা। তান পরিবর্ত্তে তুমি করাহ সর্ব্বথা ॥" প্রভু বলে,—"তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি। অনায়াসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি ॥" চৈঃ ভাঃ অঃ ১০ম ২২-২৮ ॥ চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে। বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে ॥ ঐ ৬৮ ॥ গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার। প্রেমনিধি স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥ আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা। যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেম-সীমা ॥ ঐ ৭৯-৮০।

ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার জন্য যে শব্দব্রহ্মের প্রাপ্তি ঘটে, উহাই 'মন্ত্র'। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের চিত্তে মালিন্য প্রবেশ করে। দিব্যজ্ঞান সঙ্গদোষে নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান সংগ্রহ করা আবশ্যক—ইহা জানিয়া শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার পূর্ব্ব গুরুর নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিব বিচার বলিলেন। নচেৎ গুর্ব্বাবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়। বৈষ্ণবগণ একজন শুদ্ধভক্তের শিষ্যকে দণ্ড করিয়া মন্ত্রপ্রদান করিলে দৈন্যের অভাব বশতঃ ভক্তির বাধক ভয়ে বিরত হন।

শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামীর ভাগবত পাঠ;—"এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর-সঙ্গে। তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে ॥ গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত। শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥

প্রহ্লাদ-চরিত্র; আর ধ্রুবের-চরিত্র। শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥ আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর। নাম-গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥ ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়। দামোদর স্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥ চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৩৪-৩৬॥

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস। গদাধর; জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রমানন্দ, এই চারিভাবে প্রভু বশ॥ চৈঃ চঃ মঃ ২।৭৮॥

প্রভুর সঙ্গেতে পণ্ডিতগোস্বামীর ব্যাকুলতা;—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চারিবৎসর নীলাচলে কাটিয়া গেলে পঞ্চম বৎসর বিজয়াদশমী-দিনে গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এ বিষয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অপূর্ব্ব বর্ণন উদ্ধৃত হইল।

"প্রভু-সঙ্গে পুরী—গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর। জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর॥ হরিদাস-ঠাকুর আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর। গোপীনাথাচার্য্য, আর পণ্ডিত-দামোদর॥ রামাই, নন্দাই, আর বহু ভক্তগণ। প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন॥ গদাধর-পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিলা। 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিলা। পণ্ডিত কহে,—"যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥" প্রভু কহে,—"ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন"। পণ্ডিত কহে,—"কোটি-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন॥" প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ। ইহাঁ রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ॥" পণ্ডিত কহে,—

"সব দোষ আমার উপর। তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥ আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি'। 'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ,—তার আমি ভাগী' ॥ এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা। কটক আসি' প্রভু তাঁরে-সঙ্গে আনাইলা ॥ পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়। 'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ। তাঁহার হাতে ধরি' কহে, করি' প্রণয়-রোষ ॥ 'প্রতিজ্ঞা' 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ'। সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥ আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ' নিজ-'সুখ'। তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ' ॥ মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল। আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥ এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হঞা তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥ পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা। ভট্টাচার্য্য কহে,—"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥ তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা। ভক্ত কৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥" এই মত কহি' তাঁরে প্রবোধ করিলা। দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ প্রভু লাগি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ছাড়ে ভক্তগণ। ভক্ত ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না যায় সহন ॥ 'প্রেমের বিবর্ত্ত' ইহা শুনে যেই জন। অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ। চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১২৭-১৪৯ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইয়া কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত

যাইয়া তথা হইতে বৃন্দাবনে না যাইয়া পুনঃ নবদ্বীপ হইয়া পুরী ফিরিলেন। পুরী আসিলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিলেন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল। সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥ তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা। প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া॥ "তুমি যাহাঁ-যাহাঁ রহ,, তাহাঁ বৃন্দাবন'। তাহাঁ যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ॥ তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে। সেইত করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে॥ এই আগে আইলা, প্রভু, বর্ষার চারি মাস। এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥ পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন। আপন-ইচ্ছায় চল, রহ,'—কে করে বারণ॥ শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে। সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে॥ সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা। শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥ সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ। তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর অস্বাদন। মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৭৮-২৮৭।

এখানেও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সহিত মহাপ্রভু ইচ্ছার অনৈক্য দেখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ব্যতীত প্রেমই হইতে পারে না। প্রেমিক ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামিতে তাহা পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে বর্ত্তমান থাকায় প্রেমহীন বদ্ধ জীবের ন্যায় ভগবানের সুখ-সাধনেচ্ছা

ব্যতীত নিজেন্দ্রিয় তর্পণময়-ভাবাভাব। কিন্তু ইহা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মধ্যস্থ প্রেমরূপ মহারত্নাবলীর মধ্যে একটী বিচিত্র তাময় ভাববিশেষ সমন্বিত মহারত্ন বিশেষ। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরে মহাসুখ বিধান তৎপরতা বর্ত্তমান। কিন্তু সম্প্রদায় রক্ষার্থ ও বৈধভক্তগণের বিধিমর্য্যাদা যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তজ্জন্য সাধকগণের সাবধানতার জন্য জগদগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। তাহাতে 'প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষ' ও 'সেবা-ত্যাগ-দোষ' বৈধভক্তের জন্য বিশেষ সাবধান ও সতর্ক করাইলেন। কিন্তু অনুরাগমার্গে ঐ সকল দোষ মহাত্মাগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, —যদি কৃষ্ণসুখকে পোষণ করে। সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের সুখ-বিধান কারক প্রবল অনুরাগ ঐ সকল বিধির অনেক উচ্চ সোপানে অবস্থিত। তাহা শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুতে বিদ্যমান থাকায় উক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমসেবার মহাচমৎকরিতা-সাধক হওয়ায় প্রেমের অদ্ভুত বৈচিত্র্য প্রকাশক। মহাপ্রভু বাহ্যে রোষাভাস প্রকাশ করিলেও "তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ" এই বাক্য দ্বারা পরম রসিকভক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

বল্লভ-ভট্টের প্রসঙ্গে :—শ্রীক্ষেত্রে রথ যাত্রার সময় প্রত্যেক বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সকল ভক্ত সহ মহানন্দে বিলাস করেন। হেনকালে শ্রীবল্লভ-ভট্টও আসিয়া মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম প্রবর্ত্তন-হেতু মহাপ্রভুকে স্বরূপ-শক্তিমান জ্ঞানে স্তব ও বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-

দৈন্য ও ছলনা-চেষ্টা বর্ণনদ্বারা ভট্টের গর্ব্বহরণার্থ প্রভুর অপেক্ষা ভক্তগণের অধিক গুণ-সম্পন্নতা বর্ণন করিলেন। তন্মধ্যে শ্রীল পণ্ডিত-গদাধর আদি ভক্তগণকে নাম-প্রেম প্রচারক, শুদ্ধ-ভক্তির আচার ও প্রচারকারী ভক্তের সঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি-লাভের কথা বর্ণন করিলেন। ভট্ট সেদিন সগণে প্রভুকে ভিক্ষা-প্রদান করিলেন। রথ যাত্রাকালে মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায় রচনা করিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর, শ্রীবাস, রাঘব ও পণ্ডিত-গদাধর এই সপ্ত কীর্ত্তনকারীর নিকট অলাত-চক্রপ্রায় ভ্রমণ ও চৌদ্দমাদলের উচ্চ ধ্বনিতে ভট্টের বিস্ময় ও চমৎকার হইল। যাত্রান্তরে ভট্ট মহাপ্রভুর নিকট নিজ পাণ্ডিত্য জ্ঞাপনার্থে নিজকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও কৃষ্ণ নামের অর্থ—শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিলেন। জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু কৃষ্ণবাঞ্ছা-সুখতাৎপর্য্যহীন জড় বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে ভাগবতার্থ—দুর্ব্বোধ্য। অবিশ্রান্ত নিরন্তর শুদ্ধকৃষ্ণনাম-গ্রহণে নিষ্ঠা ও রুচিতেই ভাগবত-পাঠ-শ্রবণের সাফল্য, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনমূলক শ্রবণ-পঠনাদি—বৃথা সময়ক্ষেপণমাত্র, কৃষ্ণনাম প্রভু—ইন্দ্রিয়সুখদ জড়বিদ্যা-পাণ্ডিত্য ও ব্যাখ্যা-চাতুর্য্যের অতীত, অভিন্ন-চিদ্‌বিলাসী বাচক কৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোকুলপতি কৃষ্ণ বিগ্রহ, কৃষ্ণনামের 'রূঢ়ি' অর্থই সিদ্ধ ও স্বীকার্য্য; অপরার্থ—অস্বীকার্য্য, স্ব-সুখপর জড়বিদ্যা, বুদ্ধি বা মেধা-সাহায্যে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণাভিন্ন ভাগবত-ব্যাখ্যাদিতে কৃষ্ণসুখাভাব বলিয়া ঘৃণা করিয়া উপেক্ষা করিলেন।

তাহাতে প্রভু-বিষয়ে ভট্টের কিছু ভক্তি অন্তর হইল। তখন ভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞির নিকট যাইয়া নানাপ্রকার তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। প্রভুর উপেক্ষায় নীলাচলের কেহই ভট্টের পাণ্ডিত্য গ্রহণ করিলেন না। তাহাতে ভট্ট লজ্জিত হইয়া পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট স্ব-কৃত কৃষ্ণনামার্থ ও ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন করিলেন। পণ্ডিত গোস্বামী সঙ্কটে পড়িয়া প্রথমতঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তথাপি ভট্টের নির্ব্বন্ধে মানদ ও উদ্বেগদানে অনিচ্ছুক শ্রীগদাধর উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। অন্তরে অনিচ্ছুক হইয়াও ভট্টের মর্য্যাদানুরোধে প্রভুর উপেক্ষিত ব্যাখ্যা-শ্রবণ-হেতু অন্তর্য্যামি প্রভুর বিচারে পণ্ডিতের বিশ্বাস থাকিলেও প্রভু-গণের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইলেন। ভট্ট প্রত্যহ মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট যাইয়া নানা কুর্তক করেন, প্রভু-গণও তাঁহার সমস্ত অভক্তিপর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া দেন। অবিদ্যা-নাশন ভুবনমঙ্গল পরমদয়ালু অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর উপেক্ষা-দ্বারাই অবিদ্যা-হরণরূপ 'কৃপা' ভট্টকে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত অক্ষজজ্ঞানী প্রেয়কেই শ্রেয়োজ্ঞান, এবং মনো-ধর্ম্মের-প্রতিকূল নিঃশ্রেয়সকারণ ভগবৎকৃপাকে অমঙ্গল জ্ঞানে দুঃখিত হয়। একদিন ভট্ট রাত্রে চিন্তা করিলেন,—মহাপ্রভু পূর্ব্বে আমাকে মহা-কৃপা করিতেন। কিন্তু আমার অত্যন্ত বিদ্যার-দর্প হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমার পরমার্থ পথের খুবই পতন ও বিঘ্ন হইতেছে। আমার সেই সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে

উদ্ধারার্থে সর্ব্বজীবের নিত্যকল্যাণ সম্পাদক ঈশ্বর আমাকে উপেক্ষা ও অপমানাদি দ্বারা কৃপা করিয়া শোধন ও উদ্ধার করিতেছেন। আমার মঙ্গলার্থে এই কৃপাময়ের ব্যবহারকে আমি দুঃখ মনে করিতেছি ইহা আমার মহা অন্যায় ও অপরাধ হইতেছে। শ্রীচৈতন্যের কৃপা জাল হইতে কে এড়াইবে? তাই ভট্ট পরদিন প্রাতে যাইয়াই প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ করিয়া আর্ত্তি, দৈন্য ও অনুতাপোক্তিতে স্তুতি করিয়া অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবৎ প্রসাদাঞ্জনে ভট্টের অহঙ্কার-তমো-ন্ধতা-নাশ হইল। তখন মানদ প্রভু ভট্টকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন.—"পণ্ডিত ও ভাগবতের গর্ব্ব থাকা কোন মতেই উচিত নহে। তুমি গর্ব্ব করিয়া শ্রীধর স্বামীর টীকা খণ্ডন কর! শ্রীধরস্বামী জগদ্‌গুরু. তাঁহার কৃপায় ভাগবত জানা যায়। গর্ব্ব করিয়া তাহার উপর যে কিছু অর্থ লিখিবে তাহা অর্থবিপরীত হওয়ায় কেহই মানিবে না। নিরভিমান হইয়া শ্রীধরানুগত্যে ভাগবত ব্যাখ্যা কর ও কৃষ্ণের ভজন কর। অপরাধ ছাড়িয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন কর, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবে। তখন ভট্ট বলিলেন আমার প্রতি যখন প্রসন্ন হইলেন তখন পুনরায় একদিন আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন। দণ্ডদ্বারা তাঁহাকে শুদ্ধ করিয়া প্রভু স্বগণসহ তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

'গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। রুক্মিণী-দেবী যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব'॥ তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে

তঁর রোষ নাহি উপজয় ॥ এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস। শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল। শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ বল্লভ-ভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন। বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥ পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি গেল। কিশোর-গোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥ পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে। পণ্ডিত কহে,—"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥ আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র। তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র' ॥ তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন। তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥" এইমত ভট্টের কথেক দিন গেল। শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা। স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা ॥ পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন। "পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ ॥ তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলা ওলাহন? ভীতপ্রায় হঞা কেনে করিলা সহন?" পণ্ডিত কহেন,—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি। তাঁর সনে হঠ করি" ভাল নাহি মানি ॥ যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি'। আপনে করিবেন কৃপা গুণ-দোষ বিচারি' ॥ এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা। রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ইষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন। সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন ॥ "আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা। ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা ॥ আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।

সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥ পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায়। 'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যাঁয়॥ পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়। 'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায়॥ চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে? একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥ পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ। দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ॥ অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা। সেইদ্বারা আর সব লোকে শিখাইলা॥ অন্তরে 'অনুগ্রহ', বাহ্যে 'উপেক্ষার প্রায়'। বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়॥ নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি? সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি॥ দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ। প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ॥ তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল। পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল॥ এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন। যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন॥ চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৪০-১৬৮॥

এই লীলায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভুকে পরম-সিদ্ধান্তবিদ্, রসিকভক্তচূড়ামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত, ষড়্ গোস্বামীর শাসনগর্ভে পালিত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিলেন,— গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব। রুক্মিণী-দেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব'॥ কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার পণ্ডিত-গোস্বামীকে শ্রীরাধার স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর প্রভু ও ভক্তিরত্নাকরেও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-

ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে 'রুক্মিণীর কাচ কাচিয়াছিলেন'। ইত্যাদি বর্ণনে কিছু অনৈক্য দেখা যায়। আবার শুদ্ধ অনুরাগ মার্গের ভজনকারীগণ গৌর-গদাধরের ভজন করেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীরাধার ভাবই প্রকাশিত হয়। শ্রীরাধার ভাব বাম্য আর রুক্মিণীদেবীর ভাব 'দক্ষিণ স্বভাব' এখানে স্বভাব ও ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। আবার বল্লভ ভট্টের বাল-গোপাল উপাসনা হইতে শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গ ও কৃপা বলে কিশোর-গোপাল উপাসনায় রুচি হইল, ইহাতে তাঁহার শ্রীরাধা স্বরূপেরই ভাব প্রকাশ পায়। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রস প্রবল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুরও উক্ত-রস প্রবল, তাঁহাদের ভক্তগণও উক্ত রসের উপাসক। কিন্তু তাঁহারা যখন শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-বিশিষ্ট হ'ন, তখন তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের বহু শিষ্য সেই ভাবে পরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্যে মধুর-রসে ভজন করিতে শুনা যায়। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তের অগ্রণী। অতএব তাঁহার শ্রীরাধার ভাবই প্রবল হওয়াই সমীচিন। শ্রীরুক্মিণী দেবীর ভজন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। আর শ্রীরাধার ভজনে মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। ইহার সমাধানঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রণয়রোষ দেখিতে ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু 'প্রণয়রোষ' প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার

রোষ হইল না। কিন্তু রুক্মিণী দেবীর ন্যায় ত্রাস উপজিল।
"আবার জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব। সত্যভামা-প্রায়
প্রেম 'বাম্য-স্বভাব'॥ বার-বার প্রণয় কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোহন্যে খট্‌মটি চলে দুইজনে'। উভয়েই গাঢ় প্রেম। কিন্তু 'বাম্য'
ও 'দক্ষিণ-স্বভাব' ভেদে উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিচার করিলেন। ইহার
সমাধান মহাপ্রভুর নিজের বর্ণনেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

নীলাচল ক্ষেত্র— শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার অনুরূপ ও তথাকার
উৎসবাদিও দ্বারকার লীলার অনুরূপ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও
তদীয় ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ কে দ্বিভুজ মুরলীধররূপে দর্শন করিতেন।
সিদ্ধান্ত, তত্ত্ব ও স্বরূপে অভেদ থাকিলেও ব্রজেন্দ্রনন্দনে
রসোৎকর্ষতা প্রবল। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভুর প্রভাবে
তদীয় ভক্তগণ জগন্নাথদেবকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই দর্শন
করিতেন। নীলাচলে ক্ষেত্রসন্ন্যাস-কারী শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত
গোস্বামি-প্রভুকে তথাকার ভক্তগণ দ্বারকার মধুর রসাশ্রিত
শ্রীরুক্মিণী দেবীরই অনুরূপ দর্শন করিতেন। শ্রীরাধাতে
সর্ব্বভাবের সমাবেশ থাকায় তাঁহাতে রুক্মিণী-ভাবেরও
অনাভাব। কিন্তু তাঁহার শুদ্ধব্রজভাবের মধ্যে রুক্মিণীভাবের
যে বৈশিষ্ট্য তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশ করিলেন। রুক্মিণী
শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বাক্যের গাম্ভীর্য্য অবগত হইতে না পারিয়া
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন না, কিন্তু ভীত হইলেন। সেই ভীতি
শ্রীরুক্মিণী দেবীর ভীতির সহিত বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরুক্মিণী-

দেবীর ভীতির কারণ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন। কিন্তু পণ্ডিত-গোস্বামীর ভীতিতে শ্রীগৌর-অন্তরঙ্গ-পার্ষদ-ভক্ত-সুলভ চমৎকৃতিময়ী দৈন্যই দেদীপ্যমান। তাঁহার ভীতির কারণ—"মহাপ্রভু যাহাকে দম্ভিকজ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছেন, আমি তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়াতে তাহাকে শুদ্ধ করিয়া শ্রীগৌর-কৃপালাভোপযোগী কৃপাটি তাহার কৃপাময়ত্বকে উল্লঙ্ঘন ও মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ দম্ভ যেন কোনও প্রকারে হৃদয়ে স্থান না পায়।" গৌরভক্তগণ সকলেই পতিতপাবন, পরমকারুণিক ও কৃপাময়। তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা—সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হউক। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ও লীলা এত গম্ভীর যে তাহাতে প্রবেশাকধিার বড়ই দুর্ল্লভ হইলেও যাহাতে সকলে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে সেই জন্যই পার্ষদভক্তগণের আবির্ভাবের কারণ। তাঁহার সেই শুভেচ্ছা সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর অবগত আছেন। কিন্তু পাছে কেহ তাঁহার সেই অন্তরের ভাব অবগত না হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাকে উপেক্ষা ও অপমান দ্বারা শোধন-কৌশল বিস্তার করিতেছেন; ইনি অতিকৃপা করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৌশলের বিপরীত ব্যবহারে অতিরিক্ত কৃপাময়তারূপ দাম্ভিকতার প্রচারক হইয়া সম্প্রদায় বিরোধী আচরণের প্রবর্ত্তক মনে করিয়া ভুল বুঝিয়া জগদ্‌গুরুর বিরুদ্ধাচারী সম্প্রদায়কে সাবধানার্থে তাঁহার গণের যে সংশয়—তাহার জন্য তাঁহার ভয়। কিন্তু তাঁহার বল্লভ-ভট্ট সম্বন্ধে যে

আচরণ তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের কৌশলের অনুকূলে। এজন্য
তিনি সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবল সহাই করিলেন।
কাহার ও প্রতি দোষারোপ করিলেন না বা ক্রুদ্ধও হইলেন না।
শ্রীজগদানন্দের ন্যায় বাম্যভাবে কলহও করিলেন না। ইহা
রুক্মিণী ও সত্যভামার বাম্য ও দক্ষিণ ভাবের অনুকূল বা
প্রতিকূল নহে। পরন্তু ইহার মধ্যে উক্ত দ্বারকার ভাব অপেক্ষাও
মহাগাম্ভীর্য্য ঔদার্য্যময়া ব্রজপ্রেমের প্রেমোৎকর্ষ বর্ত্তমান।
ললিতার স্বভাবান্বিত শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীও তাঁহাকে
চালিয়া শ্রীজগদানন্দের প্রেমমাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনদ্বারা
পরীক্ষা করিলেও তিনি তাহা সমর্থন না করিয়া তদপেক্ষা
শ্রেষ্ঠভাবমাধুর্য্য ব্রজপ্রেমের মহিমাই প্রকাশ করিলেন।
বলিলেন— "যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি"। ইহাতে
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকোক্ত—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মাহতাং করোতু
বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো। মৎ প্রাণনাথস্তু স এব
নাপরঃ॥ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায়—
"আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে
আত্মসাথ। কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন, তবু
তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥ সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোর, মোর প্রাণেশ্বর—
কৃষ্ণ, অন্য নয়॥

না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য ॥"

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর এই শুদ্ধ প্রেম-লক্ষণা ভাবই শ্রীগৌরসুন্দরের আস্বাদনীয় ছিল। তাই তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া মহাপ্রীত হইয়াছিলেন।

শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত ব্রজরসাস্বাদী শ্রীগৌরসুন্দরের রুক্মিণীর ভাবাস্বাদনে কৌতূহল্ ও উৎসাহ বা যত্নাগ্রহ প্রকাশ অস্বাভাবিক! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অতি সঙ্গোপনে সেই রসাস্বাদী শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর রসপোষণলীলা অতি সন্তর্পণে কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিয়মিতভাবে ভিক্ষা প্রদান করিতেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে-"অহে নরোত্তম! এই খানে গৌরহরি। না জানি—কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥ দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়। তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ-হৃদয় ॥ ন্যাসিশিরোমণি-চেষ্টা বুঝে সাধ্য কা'র? অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥ প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন.—পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥ প্রভু-সঙ্গোপন সময়েত হৈল যাহা। লক্ষমুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা ॥ এইখানে গোস্বামী হইলা অচেতন। এথা সব মহান্তের উঠিল

ক্রন্দন ॥ ভকতবৎসল প্রভু গৌর-গুণমণি। সবা প্রবোধিলা যৈছে কহিতে না জানি। গোস্বামীর প্রতি প্রভু কৈল এ আদেশ ॥ —'বিপ্রপুত্র শ্রীনিবাস পাইল বড় ক্লেশ ॥ আইসেন পথে, শুনি' মোর সঙ্গোপন। করিল নিশ্চয় তেঁহ ছাড়িতে জীবন ॥ প্রবোধিও তাঁরে, তেঁহ আসিব এথায়। প্রাণরক্ষা হ'বে তাঁ'র তোমার কৃপায় ॥ সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি, কি আর কহিতে ? কিছুদিন রহিবা আমার ইচ্ছামতে" ॥ ঐছে কত কহি' প্রভু কিছু স্থির কৈলা। কতদিনে শ্রীনিবাস এথাই আইলা ॥ ভঃ রঃ ৮।৩৫৪-৩৬৫।

অপ্রকটলীলাঃ—অহে নরোত্তম ! শ্রীনিবাস এইখানে। ভূমে পড়ি' প্রণমিলা গোস্বামিচরণে ॥ দুই বাহু পসারি' গোস্বামী করি' কোলে। শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে ॥ পিতা-মাতা বাৎসল্য করয়ে পুত্রে যৈছে। শ্রীনিবাস প্রতি গোস্বামীর ভাব তৈছে ॥ * * শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে। হইয়া ব্যাকুল বসিলেন এইখানে ॥ দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীণ। নেত্রজলে ধরণী সিঞ্চয়ে রাত্রিদিন ॥ অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস সঘনে। অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এইখানে ॥ ভঃ রঃ ৮।৩৬৭-৩৭৩ ॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য বা উপশাখাগণ—

১। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী—গৌরগণোদ্দেশ ১৫২—"ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তুতৎ" ॥ অর্থ ঃ—কেহ কেহ বলেন, ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতা স্বপ্রকাশ-বিভেদ হেতু এই মতেই সমীচীন ॥ শাখা নির্ণয় ৪—"ধ্রুবানন্দ-

মহং বন্দে সদোজ্জ্বল বিলাসিনম্। স্ব-স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধর।"

২। শ্রীধরব্রহ্মচারী— গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক— ব্রজের চন্দ্র লতিকা। শাঃ নিঃ—শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্। প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্॥

৩। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী। অদ্বৈত ও শ্রীগদাধর; উভয়গণে গণিত। শাঃ নিঃ ৯—শ্রীযুক্তং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারিমহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্॥

৪। রঘুনাথ-ভাগবতাচার্য্য—পূর্ব্বে অদ্বৈতগণে, পরে গদাধর-গণে প্রবিষ্ট। শাঃ নিঃ ৬ শ্লোক—"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেমতরঙ্গিণী।" যিনি প্রেমতরঙ্গিণী নামক মহাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র ভাগবতাচার্য্যকে বন্দনা করি॥ গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০২— ইনি ব্রজের শ্বেতমঞ্জরী॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পথে ইহার পাটবাড়ী বরাহনগরে গেলে ইনি মহাপ্রভুকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়া ভাগবতাচার্য্য পদবী লাভ করেন।

৫। অনন্ত আচার্য্য—গৌঃ গঃ ১৬৫ ইনি পূর্ব্বে অদ্বৈতগণে ও পরে শ্রীগদাধরগণে প্রবিষ্ট। ইনি ব্রজের অষ্ট-সখীর অন্যতম 'সুদেবী'। শ্রীপুরুষোত্তমে প্রসিদ্ধ 'গঙ্গামাতা মঠ'—ইহাঁরই শাখা বিশেষ। ইহাঁদের গুরু পরম্পরায় ইনি 'বিনোদ মঞ্জরী' বলিয়া উক্ত আছেন। শাঃ নিঃ ১১শ্লোকেবন্দেঽনন্তাদ্ভুতর সমনন্তাচার্য্য

সংজ্ঞকম্। লীলানন্তাদ্ভুতময়ংগৌরপ্রেম্নোহভিভাজনম্।" ইঁহার শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ সেবার অধ্যক্ষ।

৬। কবিদত্ত— শাঃ নিঃ ১৪ — মহাভাব-চমৎকাররূপনিত্যং স্বভাবজম্। রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্॥ গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭— ইনি ব্রজের কলকণ্ঠী।

৭। শ্রীনয়ন মিশ্র— গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭ —ইনি ব্রজের নিত্যমঞ্জরী। শাঃ নিঃ ১ — "বন্দে শ্রীনয়নানন্দংমিশ্রং প্রেম-সুধার্ণবম্। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরসৈকভাজনম্॥" অর্থ— "শ্রীগৌর ও গদাধরের প্রেমরসের ভাজন প্রেমসুধার্ণব শ্রীনয়ন-মিশ্রকে বন্দনা করি।"

৮। গঙ্গামন্ত্রী—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের চন্দ্রিকা। শাঃ নিঃ ১৬— "গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্। নামপ্রেমপ্রকাশার্থং স্বধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ॥

৯। মামু ঠাকুর— শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাঁকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন; তজ্জন্য লোকে ইহাকে 'মামাঠাকুর' বলিতেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম—'শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী', শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র; নিবাস—ফরিদপুর জেলায় মগডোবা-গ্রামে। ইনি শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর পুরীর 'শ্রীটোটা-গোপীনাথে'র সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫ ইনি— ব্রজের কলভাষিণী। শাঃ নিঃ ১৭— "য প্রেম্না গৌরচন্দ্রেণ পরিবারগণৈঃ সহ। উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামু-

ঠাকুরম্। 'টোটা-গোপীনাথের গুরুপ্রণালীতে ইনি শ্রীরূপমঞ্জরী (?) বিপ্র জগন্নাথ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্ব স্থান দর্শন করান ও ইনি শ্রীল গদাধর প্রভুর গুণ মহিমা সজলনয়নে বিরহব্যথিত চিত্তে বর্ণন করেন।

১০। কণ্ঠাভরণ ঃ— ইহাঁর নাম শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—ইনি ব্রজের গোপালী। শাঃ নিঃ ১৮—"লীলা-কলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণ-রসাত্মকম্। শ্রীকণ্ঠভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্।

১১। ভূগর্ভগোসাঞি—গৌঃ গঃ ১৮৭—ইনি ব্রজের 'প্রেম-মঞ্জরী,' শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ॥ শাঃ নিঃ ২৪—"গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥ শ্রীল গোবিন্দ-দেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্ দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্॥"

১২। ভাগবতদাস— শাঃ নিঃ ৩১ — "ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগবতদাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণলীলাগানমণ্ডিতমানসম্॥" 'সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাগানমণ্ডিতমনা শ্রীভূগর্ভগোস্বামীর প্রিয়সখা শ্রীভাগবতদাস মহাশয়কে বন্দনা করি।'

১৩। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী,— গৌঃ গঃ ২০৪ — ইনি ব্রজের কামলেখা। দ্বিজবাণীনাথ চম্পাহট্ট নিবাসী। তথায় শ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহ অর্চ্চিত হইতেছেন। শাঃ নিঃ ৩২— "ভক্তসংঘট্টভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেণ রাজিতম্। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ-মহাশয়ম্॥

১৪। বল্লভচৈতন্য শাঃ নিঃ- "কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দ-দায়িনম্। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্।

১৫। শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী--শাঃ নিঃ ১৩—"বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্। কৃষ্ণসেবাপরিপাটী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা॥" 'যিনি পরিপাটীসহ অতিশয় আদরের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা-পরায়ণ সেই সদ্গুণাশ্রয় শ্রীনাথ-নামক পণ্ডিতকে বন্দনা করি।'

১৬। উদ্ধবদাস—শাঃ নিঃ ৩৫--"অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেমবিত্ত-প্রদায়কম্। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্য বন্দেঽহং গুণশালিনম্॥" যিনি অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেমবিত্ত প্রদান করিতেছেন, সেই গুণশালি শ্রীমদ্ উদ্ধবদাসকে আমি বন্দনা করি।'

১৭। জিতামিত্র—ইনি ব্রজের 'শ্যামমঞ্জরী' --গৌঃ গঃ ২০২— "রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ। যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ॥" অর্থ—যিনি কামাদি ছয় রিপুকে বশীভূত করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেব তাঁহার যথাযোগ্য জিতামিত্র নাম রাখিয়াছেন॥ শাঃ নিঃ ৩৬—"যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণমাধুর্য্য-প্রেমপোষকম্। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্॥" অর্থ--যিনি কৃষ্ণমাধুর্য্য-প্রেমপোষক শ্রীপুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক জিতামিত্রকে আমি বন্দনা করি॥

১৮। জগন্নাথদাস, ইঁহার নিবাস—ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাষ্ঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যশোমাধব' বিগ্রহ আড়িয়লের 'গোস্বামী'গণ সেবা করেন। ইনি শ্রীরূপ-পাদকৃত 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ'-লিখিত সমসমাজস্থচতুঃষষ্টি সখীগণের

২৬ সংখ্যক সখী 'তিলকিনী'—চিত্রা দেবীর উপসখী। ১৪২ শ্লোক॥ সূর্য্যদাসসরখেল-কৃত 'ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি'তে—"ততঃ সুচিত্রা যূথাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান্। জগন্নাথাখ্য-দাসশ্চ ঠক্কুরো জগদীশকঃ॥" ইনি ত্রিপুরা-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করেন। (শাঃ নিঃ —৪৮)

১৯। হরি আচার্য্য—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭—ইনি ব্রজের "কালাক্ষী।" শাঃ নিঃ ৩৭—"হরিদাসাচার্য্যং বঙ্গদেশ-নিবাসিনম্। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা স্বোজ্জলেনোজ্জ্বলীকৃতম॥" "যিনি নিজের পরভক্তিতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিলেন, সেই বঙ্গদেশবাসী হরি-দাসাচার্য্যকে বন্দনা করি॥"

২০। পুরিয়াগোপালদাস—শাঃ নিঃ ৩৮—"বন্দে গোপাল-দাসাখ্যং সাদীপুরনিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্॥" "যিনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে বিক্রমপুর প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই সাদীপুর নিবাসী গোপালদাসকে বন্দনা করি॥"

২১। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—ইনি ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম ইন্দুলেখা। (গৌঃ গঃ ১৬৪)॥ শাঃ নিঃ ৪১—"কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারি কৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশকম্। বন্দে তমুজ্জ্বলধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্"॥ অর্থ—শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী উজ্জ্বলবুদ্ধি কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে বন্দনা করি॥

২২। পুষ্পগোপাল—শাঃ নিঃ ৩৯—"পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্। স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকোনামধেয়তম্॥"

২৩। শ্রীহর্ষ—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ইনি ব্রজের সুকেশিনী। শাঃ নিঃ ৪০ "বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনম্। গৌরপ্রেম্না মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্ ॥" 'মহানন্দ রসাঙ্কুর গৌরপ্রেমে মত্তচিত্ত, কৃষ্ণপ্রেমবিনোদী শ্রীহর্ষমিশ্রকে বন্দনা করি।

২৪। রঘুমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০১—ইনি ব্রজের কর্পূরমঞ্জরী।

২৫। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের 'রসোন্মাদা।' শাঃ নিঃ ৪২—"ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়বিগ্রহম্ মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্ ॥"

২৬। বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—ইনি ব্রজের' 'কালী।' শাঃ নিঃ ৪৩—বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্ ॥ "যিনি সর্বক্ষণ প্রেমে পুলকিত ও অশ্রুবিভূষিত থাকিতেন, সেই বঙ্গ-বাটীচৈতন্যদাস মহাশয়কে বন্দনা করি ॥'

২৭। রঘুনাথ—ইনি ব্রজের বরাঙ্গদা (গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০)। শাঃ নিঃ ৪৪—"বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ম্। যন্নাম-শ্রবণেনৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ।' 'যাঁহার নাম শ্রবণেই বৃন্দাবন-রস লাভ হয়, সেই প্রেমকন্দ রঘুনাথ মহাশয়কে বন্দনা করি।'

২৮। অমোঘ পণ্ডিত—শাঃ নিঃ ৫৭— "অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎ কৃতম্। প্রেমগদগদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্ ॥" 'যাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর আত্মসাৎ করিয়াছিলেন সেই প্রেমেগদ্গদ সান্দ্রাঙ্গ পুলকাকুলবিগ্রহ অমোঘপণ্ডিতকে

বন্দনা করি ॥'

২৯। হস্তিগোপাল—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—ইনি ব্রজের হরিণী।'

৩০। চৈতন্যবল্লভ—শাঃ নিঃ ৬০—"চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্ ॥" 'গৌর-গদাধরের গুণগানাভিলাষী প্রেমরসালয় চৈতন্যবল্লভকে বন্দনা করি।'

৩১। যদু গাঙ্গুলী—শাঃ নিঃ ৩৪—"যদুনাথ চক্রবর্ত্তী লীলা-ভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্ ॥"

বর্দ্ধমান জেলায় পালিগ্রাম-চাণক-নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখার বংশধর।

৩২। মঙ্গল বৈষ্ণব—শাঃ নিঃ ৪৭—'মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধ-চিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্ ॥', মঙ্গল ঠাকুরমহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে ক্ষেত্রপর্য্যন্ত সরণী প্রস্তুত ও দীর্ঘিকা খনন কালে 'শ্রীরাধাবল্লভ' যুগলবিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে রাণী-পুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুরমহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহশিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবিদ্যায় আচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গানকারী ময়নাডালের মিত্রঠাকুর-গণ ইঁহার শিষ্য।

৩৩। শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১৮৩ শ্লোক—"শ্রীমল্ল-বঙ্গ মঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ। শিবানন্দচক্রবর্ত্তী কুভ-

বৃন্দাবন স্থিতিঃ ॥" শাঃ নিঃ ১০—"শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ নামকম্। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্ ॥"

এতদ্ব্যতীত শ্রীযদুনন্দনদাস-কৃত 'শাখা-নির্ণয়' আরও কতিপয় গদাধর-শাখার উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ১। মাধবাচার্য্য ২। গোপালদাস, ৩। হৃদয়ানন্দ, ৪। বল্লভভট্ট, ৫। মধুপণ্ডিত (ইনিই শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথদেবের স্থাপন-কর্ত্তা ও সেবক।), ৬। অচ্যুতানন্দ, ৭। চন্দ্রশেখর, ৮। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, ৯। দামোদর, ১০। ভগবান্ আচার্য্য (অপর), ১১। অনন্তাচার্য্য (অপর), ১২। কৃষ্ণদাস, ১৩। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, ১৪। ভবানন্দ গোস্বামী, ১৫। চৈতন্যদাস, ১৬। লোকনাথভট্ট (শ্রীঠাকুর নরোত্তমের গুরু), ১৭। গোবিন্দাচার্য্য, ১৮। অক্রুর ঠাকুর, ১৯। সঙ্কেতাচার্য্য, ২০। প্রতাপাদিত্য, ২১। কলাকান্ত আচার্য্য, ২২। যাদবাচার্য্য, ২৩। নারায়ণ পড়িহারী (শ্রীক্ষেত্র বাসী) ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি গৌরভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতাচর্য্যের গণে থাকিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরে অত্যধিক প্রীতিবশত ভজনোৎকর্ষ লাভ করত রসোৎকর্ষ লাভার্থে শ্রীগদাধরগণে প্রবেশ করেন।

কোন গৌরভক্ত মহাজনই মহাপ্রভুকে মধুররসে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপের উপাসনা করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর-রসাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌর-গদাধর যুগলরূপে তাঁহার উপাসনা করেন। সখ্য ও বাৎসল্যরসের ভক্তগণের উপাস্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন অপেক্ষা মধুররসে শ্রীগৌর-গদাধরের ভজন অধিকতর শ্রেষ্ঠ। মধুররসে শ্রীগৌর-গদাধরের উপাসনা যে মহাজনানুমোদিত, তাহা সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এখনও পর্য্যন্ত

চাঁপাহাটী দ্বিজবাণীনাথালয়ে, গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে পুরী টোটাগোপীনাথে এবং শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীগৌর-গদাধরে সেবা বর্ত্তমান।

আষাঢ় মাসে অমাবস্যা তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা পূর্ব্বে পুরীতে শ্রীটোটগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীলগদাধ পণ্ডিতগোস্বামী প্রভু অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন।

ইতি গৌরশক্তি শ্রীগদাধর-গ্রন্থ সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। ভজন সন্দর্ভ ঃ— আনুকূল্য ১মবেদ্য ৫·৭৫, ২য় বেদ্য ৫·৭ ৩য় বেদ্য ৬·০০, ৪র্থ বেদ্য ৬·০০, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বেদ্য যন্ত্রস্থ। ২। শিক্ষামৃত নির্যাস—২·৫০। ৩। তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শ পদ্ধতি— ·৫০। ৪। মায়াবাদ শোধন—২-৫০। ৫। অপস দায়ের স্বরূপ—২-৫০ ৬। শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচমৎকার ভৌমলীলামৃত নবদ্বীপ বিলাস —৪·০০ ৭। স্ফোটবাদ বিচার ৪·০০। ৮। শিবতত্ত্ব—·৮০। ৯। শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন—·৭ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা ও গীত তাৎপর্য্য যন্ত্রস্থ।
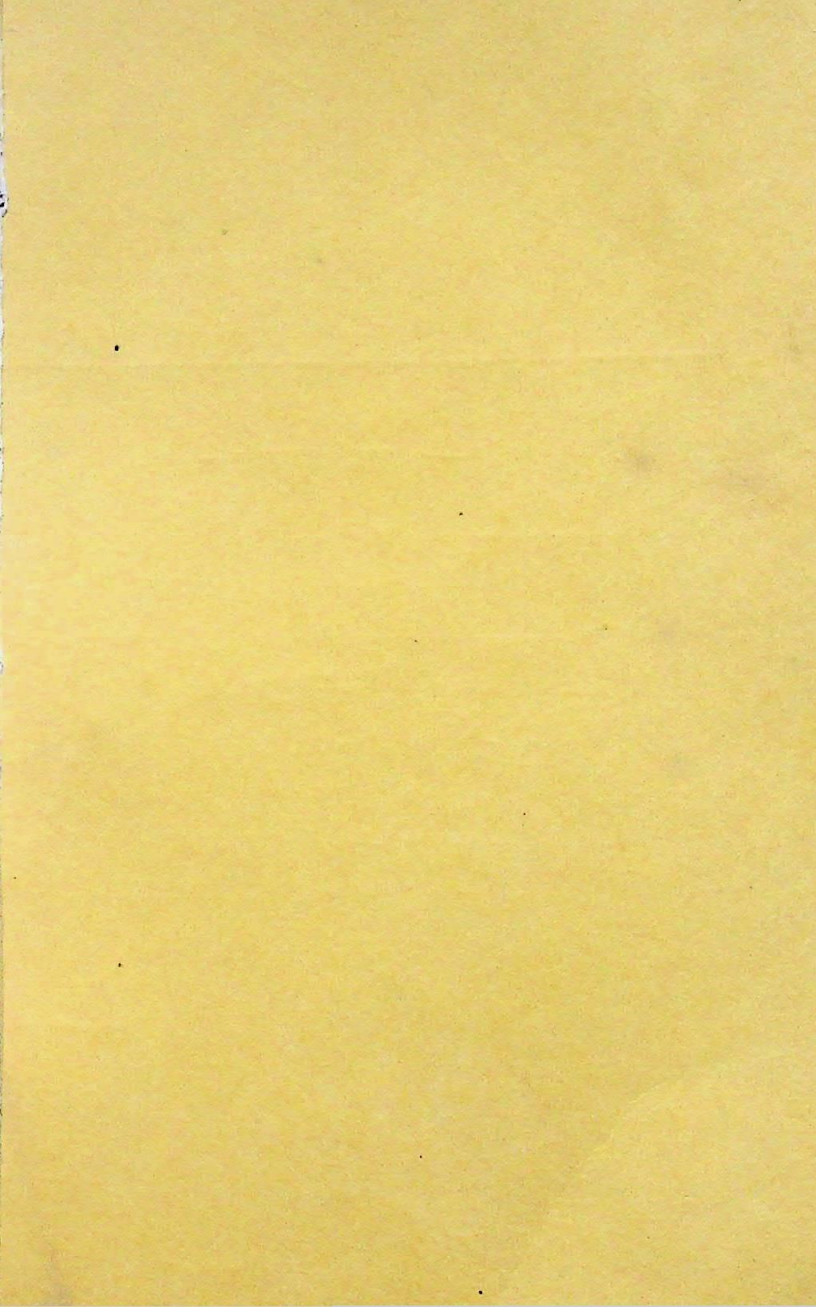
—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড,
কলিকাতা-৫৩।

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর
পোঃ মায়াপুর, মায়াপুর ঘাট, নদীয়া।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা-৬,

মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২।